07 OCT 1996

07 OCT 199

পৃঃ ৭ কলাম

দৈনিক সংবাদ

প্রাথমিক শিক্ষা — বাস্তব চিত্র

কোথাও ছাত্র কম শিক্ষক বেশি কোথাও ছাত্র বেশি শিক্ষক কম

রাশেদ আহমেদ ।। ঢাকা মহানগরীতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন [illegible] নেই। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষকদের বন্টন সুষম না থাকায় শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। দেখা গেছে, উপচেপড়া ছাত্রছাত্রী নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষকের অভাবে হিমশিম খাচ্ছে, আবার হাতেগোনা ছাত্রছাত্রী আর অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়েও চলছে অনেক প্রতিষ্ঠান। কর্তৃপক্ষ এই অসমতা নিরসনে অপারগ।

সুষম ব্যবস্থা করতে শিক্ষা অফিস পদক্ষেপ নিলেই বিভিন্ন মহল থেকে চাপ আসে — অমুককে বদলি করা যাবে না, তমুককে রাখতে হবে ইত্যাদি। শিক্ষা অফিস কয়েকবার বদলির উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষকদের খুঁটির জোর বেশি থাকায় উল্টো কর্মকর্তাদেরই বদলি হতে হয়েছে শিক্ষকদের বদলির নোটিশ জরি করার অপরাধে।

জেলা শিক্ষা অফিসের হিসেব অনুযায়ী ঢাকা জেলার ১৭টি থানায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৭৮৫টি। রেজিস্টার্ডবিহীন আছে ১১০টি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন ৭শ' ৪২ জন এবং সহকারী শিক্ষক ৪ হাজার ২শ' ৫৮ জন। শুধু ঢাকা শহরের ১২টি থানায় ৩শ' ২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩শ' ১৮ জন প্রধান শিক্ষক এবং ২ হাজার ৩শ' ৯৩ জন সহকারী শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। দেখা গেছে এই ৩২৪টি বিদ্যালয়ের এক-তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক রয়েছেন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এবং বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রের তুলনায় শিক্ষক রয়েছেন অনেক বেশি। যেসব শিক্ষকের খুঁটির জোর বেশি তারা তদ্বির করে চলে এসেছেন সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানে আর অপেক্ষাকৃত অসুবিধাজনক স্থানে অনুন্নত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪

শিক্ষা ঃ বাস্তব চিত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখা দিয়েছে শিক্ষক সংকট।

যেমন গুলশান থানাধীন কালাচাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ২শ' ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১৮ জন। এখানে অতিরিক্ত শিক্ষক দরকার আরো ১৭ জন। মেরাদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৮শ' ৩৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১০ জন। এখানে আরো ৮ জন শিক্ষক প্রয়োজন।

লালবাগ থানার কামরাঙ্গিরচর আশরাফাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন ১১ জন। এখানে আরো দরকার ১২ জন শিক্ষক। প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্রসংখ্যা ২ হাজার ১শ' ৯২ জন। মোহাম্মদপুর থানার জাফরাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে শিক্ষক দরকার ১৮ জন সেখানে রয়েছেন মাত্র ১৩ জন। অন্যদিকে ধানমন্ডি প্রাথমিক (বালিকা) বিদ্যালয়ে শিক্ষক দরকার মাত্র ৪ জন অথচ রয়েছেন ৯ জন, অতিরিক্ত কর্মরত ৫ জন। এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী মাত্র ৩০২ জন। ধানমন্ডি ১ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ২৮১ জন ছাত্রছাত্রীর জন্যে শিক্ষক রয়েছেন ১১ জন। অথচ এখানে ৪ জন শিক্ষক হলেই চলে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যে নীতি রয়েছে তাতে একটি স্কুলে ২শ' ছাত্রের জন্যে ৪ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা আছে। হিসের করে দেখা গেছে ঢাকা শহরের ১২টি থানার মধ্যে সূত্রাপুর, লালবাগ, রমনা, মতিঝিল, ধানমন্ডি, তেজগাঁও ও কোতোয়ালি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকসংখ্য বেশি। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, এই থানাগুলো ঢাকার কেন্দ্রে অবস্থিত। জেলা অফিস শিক্ষকদের এই অসমতা দূর করার জন্যে মাস ৬ আগে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২৩২ জন শিক্ষককে বদলির আদেশ দিয়েছিল যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানে; কিন্তু পরবর্তীতে উচ্চমহলের চাপে সেই আদেশ আবার বাতিল করতে হয়েছে। এখন ঢাকা শহরে শিক্ষক বদলি বন্ধ রয়েছে।

ঢাকা মহানগরীতে ৪০ হাজারেরও বেশি শিশু-কিশোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না। লেখাপড়ার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। শিক্ষার আলো তারা পাচ্ছে না। রয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের তিমিরে। এই শিশু-কিশোরদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছর। এদের মধ্যে রয়েছে ছিন্নমূল টোকাই, ভাসমান পরিবারের সন্তানসন্ততি, বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী। জেলা শিক্ষা অফিসের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ঢাকা মহানগরীতে স্কুলে যাবার উপযোগী শিশু-কিশোরের সংখ্যা ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৬শ' ৮২। এর মধ্যে স্কুলে ভর্তি হয়েছে ৩ লাখ ৯৯ হাজার ২৮ জন। অর্থাৎ ৪০ হাজার ৬শ' ৫৪ জন শিশু-কিশোর স্কুলে যায় না। এ হিসেব মহানগরীর ১২টি থানার।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, মহানগরীতে স্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ৯১ ভাগ।

ঢাকা মহানগরীতে ৩২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও শিক্ষা অফিসের হিসেব অনুযায়ী ৩৬৩টি কিন্ডার গার্টেন স্কুল রয়েছে। রেজিস্টার্ড স্কুল রয়েছে ৪৫টি এবং আনরেজিস্টার্ড স্কুল ৭৪। এছাড়া উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ২৬৭টি। এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ৪৮। এনজিও স্কুল হচ্ছে ১২৩টি। সব মিলিয়ে ১ হাজার ২শ' ৫১টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৩ লাখ ৯৯ হাজার ২৮টি শিশু ছাত্রছাত্রী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করছে। যে ৪০ হাজার ৬শ' ৫৪ জন ভাগ্যহত শিশু-কিশোর স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি তাদের স্কুলে ভর্তির কোন উদ্যোগ সরকারের নেই। দেশের গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচি চালু হলেও মহানগরীতে এই কার্যক্রম চালু নেই।